لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

বিশ্ব শান্তি ও সিরিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা
হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত

জুমুআর খুতবা

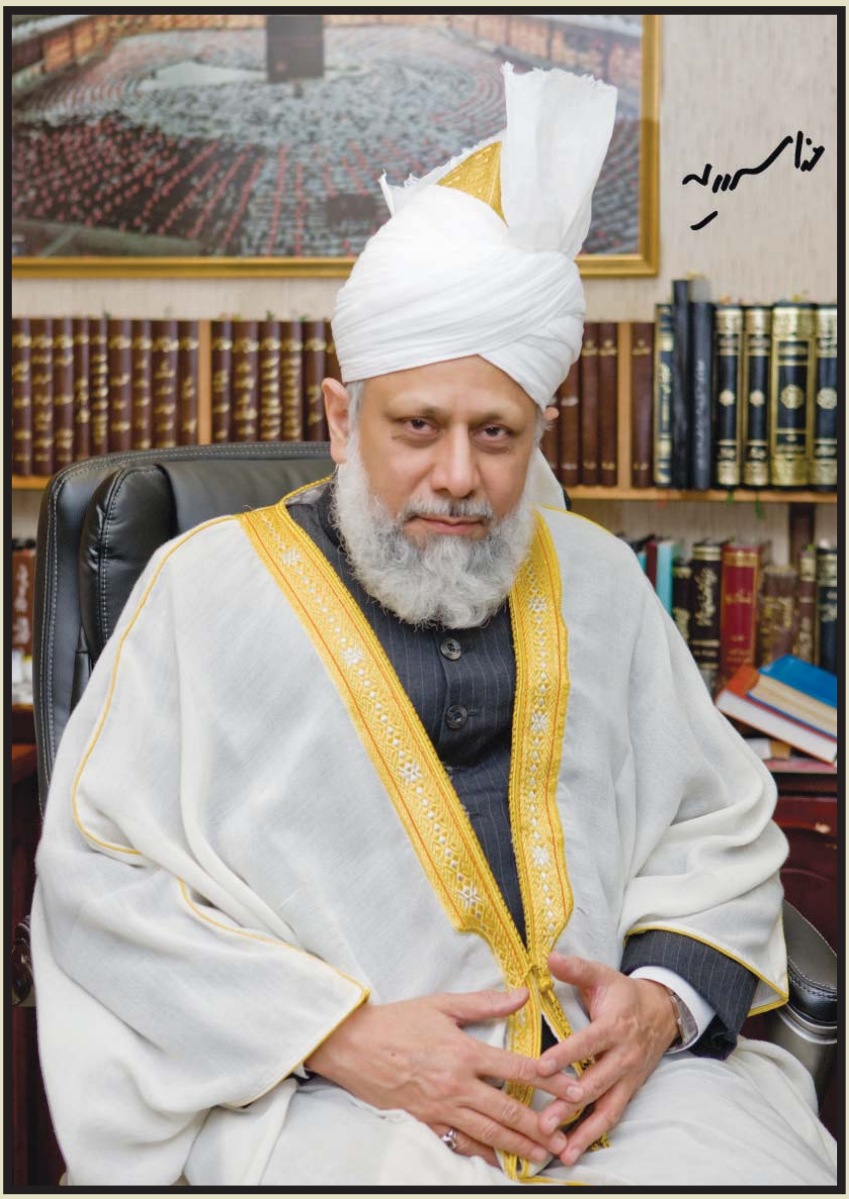

পটভূমি

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পঞ্চম খলীফা হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.) বর্তমানে বিশ্ব শান্তি, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বিশ্বনেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে পরপর অনেকগুলো বাণী প্রদান করেছেন। বিশ্বনেতৃবৃন্দকে তিনি খোলা চিঠিও দিয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছেন- (১) পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (২) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু (৩) ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের রাষ্ট্রপতি মাহমুদ আহমেদিনেজাদ (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা (৫) কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার (৬) হারামাইন শরীফাইন (দুই পবিত্র স্থান)-এর তত্ত্বাবধায়ক সৌদি আরব রাজতন্ত্রের বাদশাহ্ আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল আযীয আল সাউদ (৭) গণপ্রজাতন্ত্রী চীন-এর স্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার ওয়েন জিয়াবাও (৮) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন (৯) জার্মানির চ্যান্সেলর এ্যাঞ্জেলা মার্কেল (১০) ফরাসি রাষ্ট্রপতি নিকোলাস সার্কোযি (১১) যুক্তরাজ্য ও কমনওয়েলথ্-এর মহামান্য রানী (১২) ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সর্বময় নেতা আয়াতুল্লাহ্ সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনী।

এছাড়াও তিনি ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট, বৃটিশ পার্লামেন্ট এবং ওয়াশিংটন ডিসি-র ক্যাপিটল হীল (যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ভবন)-এ পার্লামেন্টারিয়ান এবং ঊর্ধ্বতন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সামনে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাদের করণীয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ইসলামের আলোকে ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য দিয়েছেন, যা উপস্থিত সকলেই সপ্রশংস দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছেন।

পার্লামেন্টারিয়ানগণ যদিও তাঁর বক্তব্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা-ই যে প্রকৃত স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ, তা স্বীকার করেছেন। তথাপিও সেই শান্তির পথ এখনো সুদূর পরাহত মনে হচ্ছে। কিন্তু আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মুসলিমীন তাঁর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান থেকে বারবার এ সংঘাত ও সংঘর্ষের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর জুমুআর খুতবার মাধ্যমে বিশ্বনেতৃবৃন্দসহ সকলকে সতর্ক করে যাচ্ছেন। এই খুতবাটি হুযূর (আই.) ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ তারিখে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডনে প্রদান করেছিলেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এই খুতবার গুরুত্ব অনুধাবন করে তা বাংলায় অনুবাদ করে পুস্তিকা আকারে ছাপিয়ে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

আমরা আশা করি, প্রত্যেকে তার স্ব-স্ব অবস্থান থেকে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পথে এই দিক-নির্দেশনার আলোকে সামর্থ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

মহান আল্লাহ্ আমাদের হাফেজ, নাসের ও হাদী হোন। আমীন।

সেক্রেটারী ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

বিশ্ব শান্তি ও সিরিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা
হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত

জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ তাআ'উয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) বলেন–

পৃথিবীর অবস্থা বর্তমানে অতি দ্রুত ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে আর আমি কেবল সিরিয়ার বর্তমান অবস্থার জন্য একথা বলছি না বরং পুরো আরব বিশ্বের অবস্থার প্রেক্ষিতে পৃথিবীতে অনেক বেশি ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা রয়েছে। সিরিয়া যুদ্ধে যদি বাইরের পরাশক্তিগুলো জড়িয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র আরব বিশ্বই নয় বরং কিছু কিছু এশীয় দেশ অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এ যুদ্ধ যে কেবল সিরিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে তা নয় বরং এটি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটাতে পারে–এ কথা আরব দেশগুলোও বুঝতে চেষ্টা করছে না আবার অন্যান্য দেশ ও পরাশক্তিগুলোও বুঝার চেষ্টা করছে না। অতএব, আমরা যারা আহমদী, যারা মহানবী (সা.)-এর খাঁটি প্রেমিকের অনুসারী সেই প্রেমিক, যিনি তাঁর সম্মানিত নেতা এবং অনুসৃত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে জগদ্বাসীকে খোদা তা'লার সাথে সংযুক্ত করতে এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন। তার মান্যকারী হিসেবে আহমদীদের দায়িত্ব জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমরা যেন দোয়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করি। জগদ্বাসীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের নিকট দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। আমরা বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসেবে জগদ্বাসীকে এবং পরাশক্তিগুলোকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কেবল সতর্কই করতে পারি আর আমরা তা করে যাচ্ছি।

তাই বাহ্যিক চেষ্টার অংশ হিসেবে আমাদের দ্বারা সীমিত পর্যায়ে যৎকিঞ্চিৎ যতদূর সম্ভব আমি নিজেও করে যাচ্ছি আর জামা'তের সদস্যরাও সে বাণীকে ব্যাপকভাবে দেশে দেশে ছড়াচ্ছেন। এ সমস্ত নেতা ও রাজনীতিবিদ আমার বক্তব্য শোনার পর এ বাণীকে যুগোপযোগী এবং অতিব গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করলেও যখন এই বাণীকে বাস্তবায়ন করার সময় আসে তখন

এসব পরাশক্তির প্রাধান্য ও মানদন্ডগুলো পাল্টে যায়। আগেই বলেছি, এগুলো হলো, বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টার অংশবিশেষ, কিন্তু সমস্ত কাজ সমাধা করার এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকে লাভ করার মূল অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। আহমদীদেরকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এদিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। সর্বোপরি মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সাধারণত এবং মুসলমান জাতিকে রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা উচিত।

আজ থেকে আটাশি বছর পূর্বে অর্থাৎ- ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়ার তদানিন্তন অবস্থা প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি খুতবা দিয়ে বলেছিলেন, দামেস্কের ইতিহাস অনেক পুরানো। প্রাক-ইসলামিক যুগেও এই নগরটি বেশ কয়েকটি ধর্মমতের কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত ছিল এবং এর গুরুত্বও ছিল অনেক। ইসলাম পরবর্তী যুগেও দীর্ঘকাল যাবৎ এটি ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আর অধিকাংশ প্রাচীন ধর্মের স্মৃতিচিহ্ন এ শহরেই অবস্থিত। আমি একটু আগেই বলেছি, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে সিরিয়া সম্পর্কে খুতবা দিয়েছিলেন। এর প্রেক্ষাপট হলো সেখানকার দরূদী নামে একটি গোত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল আর সেই ডাকে অন্যান্য মুসলমানরাও সাড়া দিয়েছিল। এ গোত্রটি যদিও পাহাড়ী অঞ্চলের অধিবাসী ছিল তথাপি শহর অঞ্চলের মুসলমানরাও এদের ডাকে যোগদান করে। তখন সেখানে ফরাসিদের রাজত্ব ছিল। তিনি (রা.) আরো বিশ্লেষণ করে বলেন, যদিও মূল প্রশাসন ফরাসি সরকারের অধীনস্থ ছিল, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে মুফতি কিংবা মৌলবীও শাসক পর্যায়ভুক্ত ছিল। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে সেখানে দুই-তিন প্রকারের প্রশাসন বিদ্যমান ছিল। যাই হোক, মূল রাজনৈতিক সরকার ফরাসিদের হাতেই ছিল। আর মুফতিদের মাঝে যারা শাসক পরিগণিত হতো তাদের স্বরূপ হলো: ধরুন একটি বই ছাপার অনুমতি প্রসঙ্গে বা কোন পুস্তক প্রকাশের অনুমতি প্রসঙ্গে 'মুফতি' যদি কোন রায় দিয়ে দিতো সেক্ষেত্রে গভর্ণরেরও কিছু করার থাকতো না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) উদাহরণ দিয়ে বলেন, আহমদীয়া জামা'ত সেখানে গভর্ণরের কাছ থেকে বই-পত্র প্রকাশের অনুমতি নিয়েছিল এবং তা ছাপানো হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মুফতি সাহেব তা ব্যান্ড করে দেন। গভর্ণরকে অভিযোগ করা হলে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই, এটি মুফতি সাহেবের অধীনে। যাইহোক, মূল সরকার কাঠামো ফরাসীদের অধীনে ছিল আর কেউ রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিলে তাদেরকে

কঠোরভাবে দমন করা হতো। সে সময়ে স্থানীয় লোকেরা তাদের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহের কিংবা স্বাধীনতার ডাক দিল তখন ফরাসী সরকার দামেস্কের ওপর অনেক বড় বিমান হামলা করেছিল। বলা হয়, সে আক্রমণে দীর্ঘ সাতান্ন আটান্ন ঘন্টা পর্যন্ত বোমা বর্ষণ চলেছিল আর নগরীর ইতিহাসকে এবং ঐতিহাসিক ভবন ও অট্টালিকাগুলোকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ সেখানে মারা গিয়েছিল। প্রশ্ন হল, এই নগরী কেন ধ্বংস করা হয়েছিল? কেন এর অধিবাসীদের মারা হয়েছিল? কারণ হল, তারা বিদেশী সাম্রাজ্যের কবল থেকে স্বাধীনতা লাভ করতে চেয়েছিল। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম আছে তা হলো– **"বালায়ে দামেস্ক"**। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, তখনকার দামেস্কের দুরবস্থা আর বিমান হামলা এ সবগুলোর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম পূর্ণতা লাভ করেছে যার ফলশ্রুতিতে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থাপনা, বিভিন্ন ধর্মমতের ইতিহাস–এসবকিছু নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। কেননা এর চেয়ে বড় কোন বিপদ বা ধ্বংসযজ্ঞ এর পূর্বে কখনো দামেস্কে দেখা দেয়নি। আগেই বলেছি, এই হামলা বিজাতিদের পক্ষ থেকে হয়েছিল আর ফ্রান্স এই হামলা করেছিল। কোন কোন ইলহাম অধিকবার পূর্ণ হয়।

কারো কারো অভিমত হলো, বিজাতিদের দ্বারা সংঘটিত এই ধ্বংসযজ্ঞ সাতান্ন আটান্ন ঘন্টা ধরে চলেছে। এতে কারো মতে দুই হাজার আবার কারো মতে বিশ হাজার মানুষ মারা গেছে। যাই হোক আনুমানিক সাত আট হাজার মানুষ সেই সময়ে মারা গিয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলতে হয় উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতি যা বিপদাকারে সংঘটিত হয় তা হয়েছিল বিজাতিদের হাতে। কিন্তু বর্তমানে যে তান্ডব দেখা দিয়েছে তা নিজেদেরই সৃষ্টি আর বিগত দুই-আড়াই বছর ধরে এ প্রলয় দামেস্ক এবং সিরিয়ার অন্যান্য অংশে ধ্বংসযজ্ঞ রচনা করছে। এটি গোটা সিরিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। নুন্যতম এক লক্ষের বেশি মানুষ মারা গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। অনেকের অভিমত, এ সংখ্যাটি এর চেয়ে অনেক বেশি হবে এবং মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষ নিজেদের ঘর-বাড়ী হারিয়ে পথে বসেছে। বাড়ী-ঘরও বিধ্বস্ত হয়েছে, বাজার এবং ব্যবসাকেন্দ্রগুলো ধ্বংস হচ্ছে, রাষ্ট্রপতির প্রাসাদেও কামানের আক্রমণ করা হয়েছে, বিমান বন্দরগুলোতেও কামানের আক্রমণ চালানো হয়েছে। নানা ধরনের ভবন ও অট্টালিকায় তোপের গোলা নিক্ষেপ করা হয়েছে। মোট কথা হল, কেউই সেদেশে আর নিরাপদ নয়।

সরকারের সেনাবাহিনী নাগরিকদের ওপর আক্রমণ করছে আর নাগরিকরা সরকারী কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ করছে। এদের মাঝে সেনা সদস্যরাও অন্তর্ভুক্ত আর অন্যান্যরাও অন্তর্ভুক্ত। সেখানে শিয়ারা (অর্থাৎ- আলাভীরা) সুন্নীদের হত্যা করছে আর সুন্নীরা শিয়াদেরকে হত্যা করছে। অথচ তারা সবাই একই কলেমা পড়ার দাবীদার। স্বাধীনতা অর্জনের নামে সেখানে সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে। সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশই সুন্নী আর তাদের এই আন্দোলনে সাহায্য করার নামে সন্ত্রাসী দলগুলোও যোগদান করেছে। তাদের এবং সন্ত্রাসী দলগুলোর মাধ্যমে দেশের যে ক্ষতি সাধন হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পরবর্তীকালে জানা যাবে। যাই হোক, আক্ষেপের বিষয় হল, এবারকার এই বিপদ ক্রমেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। আর লোকেরা এটি জানে না যে, স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে জনসাধারণ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে সরকার একে অপরের ওপর অত্যাচার করে, পরস্পর লড়াই করে নিজেরা এতটাই দুর্বল হয়ে পড়ছে যে এখন পরাশক্তিগুলো স্বাধীনতা প্রদানের নামে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শক্তিশালী তৎপরতা শুরু করবে এবং তা করছে। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের এই চেষ্টা গোটা জগদ্‌বাসীকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সিরিয় সরকারকে কিছু পরাশক্তি সমর্থন যোগাচ্ছে এবং কিছু আঞ্চলিক সরকার সিরিয় সরকারের কাজে সাহায্য করছে এবং পরাশক্তিদেরকেই সমর্থন করছে। আর বিরুদ্ধবাদীদের সাথেও ক্ষমতাধর পরাশক্তি রয়েছে।

আগেই বলেছি, বরং বেশির ভাগ এরকম পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আক্ষেপ মুসলমান দেশগুলোর প্রতি যারা সেই ঐশী শিক্ষা অনুসরণ করার দাবীদার যাকে আল্লাহ্ তা'লা সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন! পরিতাপ তাদের জন্য যারা সেই উম্মতের অংশীদার হবার দাবীদার যাকে আল্লাহ্ তা'লা "সর্বোত্তম উম্মত" বলে আখ্যায়িত করেছেন! বলি, আজ এ মুহূর্তে এসব মুসলমান দেশ কোন্ কাজের কাজটা করছে? এদের মাঝে সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। ঐশী শিক্ষার আংশিক বাস্তবায়নও নেই। আত্মাভিমান যা ছিল তা-ও শেষ হয়ে গেছে। বিজাতিদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করা হচ্ছে আর তা-ও আবার নিজেদের অর্থাৎ মুসলমানদের মারার জন্য চাওয়া হচ্ছে! প্রশ্ন হল, এ পরিস্থিতি কুরআন শরীফের শিক্ষা আমাদেরকে কি বলে? দুটি দল বা গোষ্ঠী যখন পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায় তখন এর সমাধান কল্পে ঐশী বিধান কি? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন–

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا
بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْۢ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ
فَإِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ
إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝١٠

(সূরা হুজুরাত : আয়াত ১০)

"আর মু'মিনদের দু'দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে তাদের মাঝে তোমরা মীমাংসা করে দিও। এরপর তাদের মাঝে একদল অন্যদলের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করলে, যে দল সীমালঙ্ঘন করে তারা আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। এরপর তারা (আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তের দিকে) ফিরে এলে তোমরা উভয়ের মাঝে ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করে দিও এবং সুবিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।"

এখানে আল্লাহ্ তা'লা ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা করা এবং ন্যায় সঙ্গত আচরণ করার কথা বলেছেন আর একই সাথে ন্যায়পরায়ণতাকে সর্বোচ্চ মানদন্ডে অধিষ্ঠিত করেছেন। আরো এক জায়গায় আল্লাহ্ বলেন, কোন জাতির প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে যেন তোমরা ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত না হও। মুসলমানরা পার্থিব লোভ-লালসাকে পরিত্যাগ করে খোদার ভালবাসা অর্জন করতে চাইলে পরস্পরের সাথে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং অমুসলমানদের প্রতি ন্যায়বিচার করা তাদের দায়িত্ব। এ লক্ষ্যে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"হুয়া আক্বরাবু লিত্ তাক্ওয়া"** অর্থাৎ- এটি তাক্ওয়ার সাথে অধিক সম্পৃক্ত আর এজন্যই একজন মুসলমানকে বারংবার খোদাভীতি অর্জন করতে বলা হয়েছে।

বড়ই লজ্জার কথা! আজ মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে পরামর্শ আসা উচিৎ ছিল তা কিনা ইসরাঈলের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে পরাশক্তিগুলোকে দেয়া হচ্ছে। মেনে নিলাম, মুসলিম দেশগুলোর মাথায় এসব প্রস্তাবনা আসেনি কিংবা তাদের নেতারা এগুলো কল্পনাও করেনি কিন্তু ইসরাঈলের প্রেসিডেন্ট যখন পরাশক্তিদেরকে এ পরামর্শ দিয়েছিল তখন কমপক্ষে বলা উচিৎ ছিল, আমাদের নিজেদের বিবাদ আমরাই সমাধান করবো কেননা আমরা এক খোদায় বিশ্বাসী, এক রসূলের আনুগত্যকারী, এক ঐশী কিতাবের পবিত্র শিক্ষার অনুসারী যা আমাদের জন্য একমাত্র পথপ্রদর্শক। আর আমাদের মাঝে

বিরোধ সৃষ্টি হলে অথবা দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে বৈধ-অবৈধ বিষয়ক তর্কযুদ্ধ শুরু হলে আমরাই আমাদের পরিপূর্ণ শিক্ষার আলোকে এর মীমাংসা করবো। একটি দল বিদ্রোহ করে বসলে পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা কেবল কারিগরি সাহায্য এবং অস্ত্রের সাহায্য প্রদান করবে আর মূল কর্মকান্ড আমরাই পরিচালনা করবো। একইভাবে আমাদের সদস্যরাই সরাসরি বিবাদ মীমাংসার কাজে অংশ নিবে। এভাবে পরিকল্পনা করা হলে, কোন অমুসলিম দেশ কোন মুসলিম দেশের প্রতি চোখ তুলে তাকাবারও সাহস পাবে না। প্রশ্ন হল, সহস্র মাইল দূর থেকে কিসের লোভে একটি দেশ অন্য একটি দেশের প্রতি দৃষ্টি দেয়? অন্যের ধন-সম্পদ দখল করা, সে দেশের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করা, যে দেশ এমনিতেই বিশৃঙ্খলা ছেঁয়ে আছে এবং যারা আয়তনে ছোট ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল তাদেরকে পদানত করে রাজত্ব করার জন্যই হয়তো তাদের এই লোভাতুর দৃষ্টি।

সর্বোপরি মুসলিম দেশগুলোর দুর্বলতা এবং ঐশী শিক্ষাকে ভুলে যাওয়ার কারণেই আজ একটি দেশের সরকার এই ঘোষণা দেয়, U.N.O সিরিয়াতে আক্রমণের অনুমতি না দিলেও আমরা আক্রমণ করবো এবং এটি আমাদের অধিকার। তারা গোঁড়া যুক্তি উপস্থাপন করে বলে, U.N.O আমাদেরকে ফরেন পলিসি পরিবর্তনের আদেশ দিতে পারে না। প্রশ্ন হল, এখানে ফরেন পলিসির কথা আসল কেন? শত্রুতা এতটাই সীমাতিক্রম করেছে যে শত্রুর চোখে পর্দা পড়ে গেছে। এরকম পরিস্থিতিতে শিক্ষিত ব্যক্তিও বাহ্যত অজ্ঞের মত কথা বলে। দেখে মনে হয় কতই না বিজ্ঞ, অথচ তারা একেবারেই গন্ডমূর্খ। বলি, তোমরা তো সহস্র মাইল দূরে অবস্থান করছো, এর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক? যার সাথে সম্পর্ক আছে তা হল U.N.O কেননা তারা এই চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া পৃথক কোন দেশের সাথে চুক্তিও নাই আবার কোন লেনদেনও নেই। যে দেশে গন্ডগোল হচ্ছে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, কেননা এখানে ফরেন পলিসির প্রশ্ন কিভাবে আসে তা আমাদের বোধগম্য নয়। এটি নিজেদের একগুয়েমী, ক্রোধ এবং প্রভুত্বকে প্রকাশ করার হীনচেষ্টা মাত্র। এভাবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং ন্যায়পরায়ণতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য ইসলামের শিক্ষা হল, 'কোন জাতির প্রতি ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণে তোমরা যেন ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে না যাও।' এত চমৎকার শিক্ষা আর কোথাও দেখা যায় না। আমি বারংবার বিভিন্ন নেতৃবৃন্দকে বলেছি, এমনটি করা হলে পরে জগতে শান্তি

প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি সেই আয়াতের শিক্ষার মাধ্যমেই কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। U.N.O এই নীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার করলে তা প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। যেখানেই অন্যায়-অবিচার দেখবে সকলে মিলে তা মীমাংসা করবে। শর্ত হল, কারো বাধা দেয়ার অধিকার যেন না থাকে আর কেউ যেন নিজ ইচ্ছাধীন কাজ করতে না পারে কেননা, এখানে একক কোন দেশের ফরেন পলিসির প্রশ্ন নয়। আবার অন্য একটি দল বলে, আমরা সিরিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন পদাতিক সৈন্য প্রেরণ করবো না বরং বিমান হামলা করবো। আর এমনটি আমরা পূর্বেই করে দেখিয়েছি। নিস্পাপ শিশু আর নারীদেরকে হত্যা করবো যেভাবে আমরা ইরাক এবং লিবিয়াতে করেছিলাম। এখন প্রশ্ন হল, এতো কিছু করে সেখানে কি অর্জিত হয়েছে যা এখানেও অর্জিত হবে? ফলাফল আমাদের চোখের সামনেই উপস্থিত। সমস্ত শহর ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে এবং আজো সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী গতকাল একস্থানে বলেন, তোমরা এককভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো তা অন্যায়। এমনটি-ই যদি হয় তবে U.N.O কেন বানানো হয়েছিল? পরিস্থিতি এভাবে গড়াতে থাকলে U.N.O-এর পরিণতি লীগ অব নেশানের মতই হবে। তিনি একেবারেই সঠিক কথা বলেছেন।

মিশর সরকার তাদের জনগণের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে পুনরায় নিয়ম নীতির পরিবর্তন করে। বলা হয়, জন সাধারণের অধিকার প্রদান করা হচ্ছে না আর শাসক গোষ্ঠী নিজেদের বাঁচানোর জন্য নির্মমভাবে জনগণকে হত্যা করছে। শাসকদের এই কর্মকান্ড নিতান্তই অন্যায় ছিল। কিন্তু পরবর্তিতে চরমপন্থী এবং সাম্প্রদায়িক সরকার ক্ষমতায় আসে। ফলে শক্তিশালী দেশগুলো চিন্তা করে, এখন কি হবে? আমেরিকার বিখ্যাত একটি পত্রিকার সাংবাদিক আমাকে প্রশ্ন করে, এতো কিছুর পরেও মিশরে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা আছে কি? আমি বললাম, তোমরা নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ত দল বদলে নিয়েছিলে কিন্তু তোমাদের ধারণা ভুল হয়ে গেল। অথচ যারা ক্ষমতায় আসল তারা তোমাদের পক্ষেও না আবার সাধারণ জনগণের পক্ষেও না অর্থাৎ অধিকাংশ জনগণই তাদের বিরুদ্ধে। এতে করে ফলাফল কি দাঁড়ালো? একটি স্ফুলিঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলছে আর নিশ্চিতভাবে তোমরা দেখে নিও কয়েক মাসের মধ্যেই পূর্বের মত রক্তের বন্যা প্রবাহিত হবে।

আমার ধারনানুযায়ী অনেক আগেই এ পরিস্থিতি শুরু হয়ে গেছে কেননা মিশরের বিগত দিনগুলোর অবস্থা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। মুসলিম দেশগুলোতে নিজেদের দ্বারা যে অশান্তি সৃষ্টি হয় তা মোটেও অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, কিন্তু পরাশক্তিগুলো যখন অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে তখনই কেবলমাত্র বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে। আমি ২০১১ সালের শুরুতে একটি খুতবায় বলেছিলাম, পরাশক্তিগুলো প্রকাশ্যে ও গোপনে যে ষড়যন্ত্র করছে তা মুসলমানদের কল্যাণার্থে প্রতিফলিত হবে না। আর আপনারা দেখুন, হোসনি মোবারকের যুগে যে রক্তপাত হল, তাতে জনসাধারণের পক্ষে সমর্থন দেয়া হয়েছিল কিন্তু তার পরেও তাকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং প্রোপাগান্ডার সৃষ্টি করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দ্বিতীয় সরকার যখন জনকল্যাণের বিপরীতে কাজ শুরু করলো এবং সামরিক শাসন শুরু করে দিল যাতে পূর্বের চেয়েও অধিক রক্তপাত ঘটাল। তারা জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেনি।

যাইহোক, মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের উচিৎ তারা যেন সর্বদা সরকারের কাছে নিজেদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রদর্শন করে এবং ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে কেবলমাত্র মুসলমান জাতির কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি দেয়। শাসক এবং জনসাধারণের হৃদয়ে যখন তাক্ওয়া সৃষ্টি হবে এবং উভয়েই মহানবী (সা.)-কে ভালোবেসে তাঁর সর্বোত্তম আদর্শের ওপর আমল করার চেষ্টা করবে কেবলমাত্র তখনই এটি পূর্ণতা লাভ করবে। উপরোক্ত দুই শ্রেণীর মানুষের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে হযরত রাসূল করীম (সা.) কিছু শিক্ষা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমে আমি শাসকদের সম্পর্কে কিছু হাদীস উপস্থাপন করছি।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেছেন, যেদিন আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় ব্যতিত আর কোন আশ্রয় অবশিষ্ট থাকবে না সেদিন তিনি সাত জন ব্যক্তিকে তাঁর রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন। তাদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন ন্যায়বিচারক ইমাম। সুতরাং ন্যায়বিচারের গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর আবু সায়ীদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী ব্যক্তি হবেন ন্যায়পরায়ণ বিচারক এবং সবচেয়ে ঘৃণিত ও দূরবর্তী ব্যক্তি হবেন অত্যাচারী শাসক।

হযরত রাসূল করীম (সা.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষক ও দায়িত্ববানরূপে নিযুক্ত হবার পরও যদি কেউ মানুষের দেখা-শুনা

এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করে তবে তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবেন।

আরো এক বর্ণনায় রয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট কোন একজন প্রশ্ন করলে তিনি (রা.) উত্তর দেন, আমি তোমাদের সেই কথা বলব যা মহানবী (সা.) কে এই ঘরে বলতে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমার উম্মতের মধ্য হতে যাকেই তুমি কোন ব্যাপারে বিচারক বানিয়েছ আর সে যদি মানুষের সাথে কঠোর আচরণ করে থাকে তবে তুমিও তার সাথে কঠোর আচরণ করো এবং তার বিনম্র আচরণের কারণে তুমিও তার সাথে বিনম্র আচরণ করো (এটি এক ধরনের দোয়া)।

সুতরাং শাসকদেরকে গভীরভাবে এগুলো চিন্তা করা প্রয়োজন। জেনে রাখা দরকার, কোন মুসলমান শাসক যদি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় পেতে চায় তবে তাকে অবশ্যই সুবিচার করতে হবে। খোদার প্রিয় বান্দা হতে চাইলে অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সকল কাজে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তারা যদি জান্নাত পেতে চায় তবে কোন প্রকারের বৈষম্য না করে সকলের মঙ্গল কামনা করতে হবে। হযরত রাসূল করীম (সা.) এজন্যই বলেন, "জাহান্নাম তোমাদের (তথা শাসকদের) স্থান।"

এই যে শেষ হাদীসটিতে দোয়া করা হয়েছে, "হে আল্লাহ্! কঠোরতা প্রদর্শনকারী শাসকদের ওপর কঠোরতা এবং নম্রতা প্রদর্শনকারীদের প্রতি নম্রতা প্রদর্শন কর।" এই দোয়া পড়ে তো একজন মু'মিন ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা পাশ্চাত্যের সকল মুসলমান শাসককে শুভবুদ্ধি দান করুন এবং তিনি তাদেরকে এটি চিন্তা করার এবং বুঝার সামর্থ দান করুন!

এবার দেখা যাক, তিনি (সা.) জনসাধারণকে শাসকদের প্রতি কীরূপ আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন? হযরত যায়েদ বিন ওয়াহাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.)-কে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বলেন, আমার মৃত্যুর পরে তোমরা দেখবে মানুষ কিভাবে নিজেদের অধিকার ক্ষুন্ন করে অপরকে প্রাধান্য দিচ্ছে! এছাড়া এমন অনেক কিছু দেখবে যা তোমাদের নিজেদের কাছেই খারাপ লাগবে। একথা শুনে সাহাবা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! এমতাবস্থায় আপনার নির্দেশ কি? তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সে সময়কার শাসকদের অধিকার আদায় কর। তোমাদের অধিকার খর্ব হওয়া সত্ত্বেও শাসকদের অধিকার আদায় কর এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট

নিজেদের অধিকার প্রার্থনা কর।"

সুতরাং ইসলামের মধ্যে অধিকার আদায়ের নামে এ সকল হরতাল, রক্তপাত এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন অনুমতি নেই। আল্লাহ্ তা'লার নিকট অধিকার প্রার্থনা করলে তিনি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যেখানে পৃথিবীর কোন শক্তি পৌঁছুতে পারবে না।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, "একজন সাহাবী রাসূলে পাক (সা.)-কে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! আমাদের প্রতি যদি এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা আমাদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার চায় ঠিকই অথচ আমাদেরকে অধিকার প্রদান করে না, এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কী? *[হুযূর (আই.) বলেন, আরবের আহমদীরা আমাকেও একই প্রশ্ন করেছে]* তখন রাসূল করীম (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন, তিনি (সা.) এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবী দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বার একই প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় হযরত আশাআত বিন কায়েস (রা.) তাকে চুপ করানোর জন্য পিছন থেকে টানলেন আর বুঝাতে চাইলেন যে, হুযূর (সা.)-এর এই প্রশ্নগুলো ভালো লাগেনি, তুমি পিছনে আস, এ প্রশ্ন করো না। তখন রাসূল করীম (সা.) বললেন, এমতাবস্থায় নিজেদের শাসকদের কথা মান্য কর এবং তাদের আনুগত্য কর। তাদের জবাবদিহিতা তাদের কাছ থেকে নেয়া হবে এবং তোমাদের জবাবদিহিতা তোমাদের কাছ থেকে নেয়া হবে।"

আরেকটি হাদীস আছে, হযরত জোনাদাহ বিন আবি উমাইয়া বলেন, একবার হযরত ওবাদা বিন সামেত (রা.) অসুস্থ ছিলেন আর আমরা তাকে দেখতে গেলাম। আমরা (তাকে) বললাম, 'আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।' দয়া করে আপনি আমাদেরকে এমন কোন হাদীস বলবেন কি যা আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছেন? আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর প্রতিফল দিবেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) আমাদেরকে ডাকলেন, আমরা তাঁর কাছে এ অঙ্গীকার নিয়ে বয়আত করলাম যে, সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে এবং অধিকার ক্ষুন্ন হবার সময়েও তাঁর কথা শুনব এবং মান্য করব। এ-ও অঙ্গীকার করলাম, কোন শাসক যদি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে প্রকাশ্যে কোন কুফরী করে তবে সে ক্ষেত্র ব্যতীত কখনও তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করব না। এই হাদীস অনুযায়ী, বর্তমান যুগের ওলামারা যেভাবে কুফরী ফতোয়া লাগিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করা মোটেও ঠিক নয়।

হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বলেন, অর্থাৎ এটি একটি হাদীসে কুদসী যেখানে আল্লাহ্ বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজ সত্তার ওপর অত্যাচারকে নিষিদ্ধ করেছি এবং তোমাদের জন্যও এটিকে নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করছি। সুতরাং তোমরা একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। আল্লাহ্র গ্রেপ্তারি থেকে রেহাই পেতে চাইলে নিজেদের কর্তব্যসমূহ পালন কর। আর শাসকদের হিসাব স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার হাতে ন্যস্ত আছে। ফলে তোমরা দোয়াতে রত থাকো। আগেই বলেছি, শাসকের পক্ষ থেকে কুফরী কাজ করতে বলা হলে, উদাহরণস্বরূপ শরীয়তের আদেশ অমান্য করতে বলা হলে তা মানবে না বরং সেদিকে দৃষ্টিই দিবে না। পাকিস্তানের আহমদীদের কথাই ধরা যাক, তাদের বলা হয় তোমরা কলেমা পড়বে না, নামায পড়বে না, সালাম দিবে না। এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে তা মানতে নিষেধ করি কারণ তারা আমাদেরকে শরীয়তের আদেশ নিষেধ মানতে বাধা দিচ্ছে। অন্যথায় দেশের অন্যান্য আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সুতরাং সব কথার সারমর্ম হলো "একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না।" শাসক প্রজাদের ওপর অত্যাচার করবে না এবং প্রজারাও নিজেদের অধিকার আদায় কল্পে এমন কিছু করবে না যাতে করে অত্যাচার সাব্যস্ত হয়। এখন এটি শাসক এবং প্রজা উভয়েরই দায়িত্ব যে, তারা যাচাই করুক এই মানদন্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে কিনা। শাসকগণ নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তারা ন্যায়ের সুউচ্চ মাপকাঠি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন না তো? প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ্কে সাক্ষী রেখে তাঁর শিক্ষানুযায়ী চলছেন তো? একইভাবে প্রজারা শরীয়ত বিরোধী আদেশ-নিষেধ ব্যতীত শাসকের অন্য সব আদেশ সামে'আনা ওয়া আতা'না (অর্থাৎ শুনলাম এবং মানলাম–অনুবাদক) বলে মান্য করছেন তো? অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তা'লার সমীপেই কান্নাকাটি করছেন তো? বর্তমানে যদি এমনটি কেউ করে থাকে তবে সম্ভবত তা কেবল আহমদীরাই হবে। আর যদি কেউ না থাকে তবে আমরা **"যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি"**-এর যুগে চলে যাব। অবশ্য মুসলমানদের ওপর এমনটি হওয়াই ভবিতব্য ছিল। কুরআন করীম এবং হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীয়ে মাওউদের জামানায় এটি হবার কথা ছিল। সুতরাং মুসলমান শাসক ও প্রজা উভয়েই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশৃঙ্খলা দুরীকরণের জন্য যিনি এসেছেন তাকে খোঁজ করুন এবং তার আঁচলকে আঁকড়ে ধরুন। সিরিয়ার

অধিবাসীরা বিশেষত মুসলমানরা যদি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ইলহাম "বালায়ে দামেস্ক" এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবে তারা বুঝতে পারবে এই ভবিষ্যদ্বাণী যিনি করেছেন তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনুন, কেননা, বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্র ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছেন তারা এর মাধ্যমে সুযোগ খুঁজবে এবং আবার এতো পরিমাণে হত্যা ও রক্তারক্তি বৃদ্ধি পাবে যা কল্পনাই করা যাবে না।

খোদা তা'লা মুসলমান রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে বুদ্ধি দান করুন এবং জনসাধারণকেও বুদ্ধি দিন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, **"তাআওয়ানু আলাল বিররে ওয়াত তাক্ওয়া"** ঠিক সেইভাবে এই আদেশকে ভাবুন এবং তাক্ওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্যকারী হোন। পুণ্য এবং তাক্ওয়ার মাঝে উন্নতি সাধনকারী হোন, ভালোবাসা বিস্তৃতকারী হোন এবং মানুষের হৃদয়কে জয় করুন। জনসাধারণের হৃদয়কে জয় করে তাদের অধিকার প্রদান ব্যতীত সরকার গঠিত হতে পারে না। প্রত্যেক মুসলমান নেতাকে এই মৌলিক জিনিসটি বুঝা প্রয়োজন। এছাড়া নিজেদের ইতিহাসের দিকে একবার তাকান যখন কিনা খ্রিষ্টানরা মুসলমান শাসকদের ন্যায়বিচার দেখে দোয়া করতো, আমরা যেন খুব শীঘ্রই খ্রিষ্টান শাসকদের হাত থেকে মুক্তি পাই এবং আবার মুসলমান শাসকদের অধীনে চলে আসতে পারি। অথচ আজকে মুসলমানরা মুসলমানদের সাথে অন্যায় আচরণ করছে। **রুহামাউ বাইনাহুম**-এর পরিবর্তে গলা কাটা হচ্ছে। আর মুসলমানরা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে শান্তি এবং আশ্রয় পাবার জন্য, ন্যায়বিচার পাবার জন্য এবং স্বাধীনভাবে থাকার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছে।

হায়! মুসলমান শাসকগণ যদি নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতো! খোদা করুন আমাদের এই বার্তা যেন তাদের নিকট পৌঁছে যায়। একইভাবে পশ্চিমা দেশগুলো এবং পরা শক্তিদের নিকটও যেন আমার বাণী পৌঁছে যায়। আগেই বলেছি, সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম নেয়া হচ্ছে তা কেবল এদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সমগ্র বিশ্বে তা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং প্রত্যেক দেশের আহমদীরা তাদের নিজ নিজ দেশের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক সৃষ্টি করুন বিশেষ করে যে সমস্ত আহমদী পশ্চিমা দেশগুলোতে বাস করছেন, তারা তাদের রাজনীতিবিদদের এই আগত ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে সাবধান করুন।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে একটিই প্রার্থনা, তিনি সমগ্র দুনিয়াকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন। শাসক এবং প্রজাদেরকে নিজ নিজ অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন এবং সেই ধ্বংসযজ্ঞের যুদ্ধকে শেষ করে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন। একই ভাবে ইউরোপ এবং পশ্চিমা শাসকরা যেন ন্যায়বিচার করতে পারে এবং অত্যাচার থেকে মুক্তি পায়। তারা যেন প্রত্যেক ছোট ছোট দেশগুলির অধিকার পূর্ণভাবে আদায় করতে পারে। নিজের স্বার্থের জন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য না করে বরং তা যেন অধিকার আদায়ের জন্য হয়। আল্লাহ্ তা'লা জামা'তের সকল সদস্যকে সেই খারাপ অবস্থা থেকে রক্ষা করুন বিশেষ করে সিরিয়াতে অনেক আহমদী এই ঘটনার ফলে প্রভাবান্বিত হচ্ছেন। **"বালায়ে দামেস্ক"** এই ইলহামটি সিরিয়ার জন্য একটি সাবধান বাণী। একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য প্রশান্তিজনক যে ইলহামটি রয়েছে তা-ও খুব শীঘ্রই পূর্ণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, **"ইয়াদউনা লাকা আবদালাশ্ শামে ওয়া ইবাদাল্লাহে মিনাল আরাবে"** অর্থাৎ তোমার জন্য সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের বান্দাগণ দোয়া করছে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র আরববাসীকে খুব শীঘ্রই মুহাম্মদী মসীহের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার তৌফিক দান করুন।

বর্তমানে আরব অশান্তি যাকে পৃথিবীবাসী "আরব বসন্ত" নাম দিয়েছে যা পার্থিব কোন বিষয় নয়, সেটিকে আধ্যাত্মিক ঝর্ণাধারায় প্রবহমান করুন। সকলে মিলে যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্য দোয়াতে রত হয়ে যায়। আর তাঁর সাথে মিলে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও ভালোবাসা এবং শান্তির বাণী সমগ্র দুনিয়াতে প্রচার করতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝার এবং সে অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করুন। একই সাথে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কুড়াতে পারি এবং গোটা জগতবাসীকে সত্যের দিকে ধাবমান করতে পারি। আমরা যেন শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হতে পারি এবং সে শিক্ষাকে বিস্তৃত করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র জগতবাসীকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং ধ্বংসযজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তি প্রদান করুন, আমীন। ■

ভাষান্তর : **মামুন-উর-রশীদ**, মুরুব্বী সিলসিলাহ্

১৯১৩-২০১৩ 1913-2013

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

একটি প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী প্রকাশনা
Ahmadiyya Bangladesh Centenary publication

بسم الله الرحمن الرحيم

বিশ্ব শান্তি ও সিরিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে
১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা
হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.) প্রদত্ত
জুমুআর খুতবা

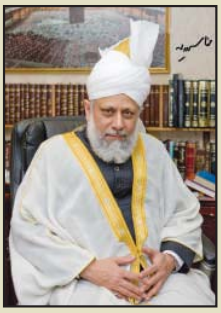

Bangla translation of the Friday Sermon
delivered by **Hazrat Mirza Masroor Ahmad**
Khalifatul Masih V (aba)
on September 13, 2013 at Masjid Baitul Futuh, London

translated into Bangla by
Maulana Mamun-ur-Rashid
cover design & illustration by **Muhammad Nurul Islam Mithu**
copy right **Islam International Publications Ltd., U.K.**
first published on **November 8, 2013. 2000 copies**
printed by : **Bud-O-Leaves,** Motijheel, Dhaka

published by
Secretary Isha'at
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211, Phone: +880 2 7300808, 7300849
E-mail: enquiryahmadiyya@gmail.com na.amjb@hotmail.com
centralbangladesk@googlemail.com
Web: www.mta.tv www.alislam.org www.ahmadiyyabangla.org